প্রো-ইস্ট

পশু খাদ্য সম্পূরক

উপাদানঃ

প্রতি ১০০ গ্রাম পাউডারে আছে-

ইস্ট প্রোটিন	-	৪৮.৫০ গ্রাম
ফ্যাট	-	৪.০০ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	-	১৮.০০ গ্রাম
ভিটামিন বি১	-	৫.৮০ গ্রাম
ভিটামিন বি২	-	৭.৪০ মি.গ্রাম
ভিটামিন বি৬	-	৬.০০ মি.গ্রাম
ভিটামিন বি১২	-	৬.০০ মাইক্রো গ্রাম
ফলিক এসিড	-	১৫০০ মাইক্রো গ্রাম
নিয়াসিন	-	৫০ মি.গ্রা.
বায়োটিন	-	৫০ মাইক্রোম গ্রাম
প্যানটোথেনিক এসিড	-	৫০ মি.গ্রা
সোডিয়াম	-	৫০ মি.গ্রাম
সেলেনিয়াম	-	৯৫ মি.গ্রাম
ক্রোমিয়াম	-	৯৫ মাইক্রো গ্রাম
আয়রন	-	৩৪ মি.গ্রা
জিঙ্ক	-	৩৫ মি.গ্রা
আর্দ্রতা %<	-	৬
অ্যাশ % <	-	৮

ব্যবহারঃ

- কৃমির ঔষধ ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের পর শরীরে প্রোটিন ও ভিটামিন এর ভারসাম্য বজায় রাখতে।
- রুচি বৃদ্ধিতে।
- গ্রোথ ও উৎপাদন বাড়াতে।
- পোল্ট্রিতে এফ. সি আর বাড়াতে, (F.C.R)।
- ডিম ও মাংসের কোয়ালিটি বাড়াতে।
- মাছের গ্রোথ ও জীবনী শক্তি বাড়াতে।

মাত্রা ও প্রয়োগঃ

গবাদি পশুঃ ৩০-৫০ গ্রাম করে প্রতিদিন খাবার/ পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

পোল্ট্রিঃ ৫০০ গ্রাম-১ কেজি করে প্রতি ১০০ কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

অথবাঃ ১ গ্রাম করে ২-৪ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

মাছঃ ১-২ কেজি করে প্রতি ১০০ কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সরবরাহঃ

৫০০ গ্রাম প্লাস্টিক প্যাক।

প্রো-ইস্ট

প্রো-ইস্ট এর উপাদান সমূহের বিশেষত্বঃ

গবাদিপশুতে কৃমি সংক্রমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সমস্যা। প্রতি বছর এই কৃমি সংক্রমন এবং সংক্রমন পরবর্তী স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যে গবাদিপশুর ও পোল্ট্রির গ্রোথ ও উৎপাদন ব্যহত হয়। ফলে খামারী অনাকাঙ্খিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কৃমির ঔষধ প্রদানের পর একমাত্র প্রো-ইস্ট ব্যবহার এই সমস্যার একমাত্র কার্যকর সমাধান। কৃমি সংক্রমন গবাদিপশুতে মূলত নিম্নোক্ত ক্ষতি সাধন করে-

- অরুচি/ক্ষুধামন্দা
- ওজন হ্রাস
- ডায়রিয়া/কোষ্টকাঠিন্য
- অ্যানিমিয়া
- পশমের বিবর্ণতা
- উৎপাদনের স্বল্পতা
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস
- হজমের সমস্যা
- প্রোটিনের স্বল্পতা
- পুষ্টিহীনতা

এছাড়া বিভিন্ন রোগে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার গবাদিপশুর শরীরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল এর স্বল্পতা তৈরি করে এবং একারনে বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় মেটাবলিজম বিঘ্নিত হয় ফলে গবাদিপশুর গ্রোথ ও উৎপাদন ব্যহত হয়। তাই যেকোন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পর প্রো-ইস্ট ব্যবহার করলে গবাদিপশু দ্রুত স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা ফিরে পায়।

ডি-ওয়ার্মিং এর পর প্রো-ইস্টে বিদ্যমান ইস্ট-প্রোটিন গবাদিপশুতে প্রোটিনের ঘাটতি, ক্ষুধামন্দা এবং হজমের অসুবিধা দূর করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট এর যোগান দিয়ে গবাদিপশুকে তাৎক্ষণিক এর্নাজি প্রদান করে এবং এর শারিরীক ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে গবাদিপশুকে সুস্থ্য এবং কর্মক্ষম রাখে। এছাড়া এতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভিটামিন শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করে এবং রুচি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জিঙ্ক ও বায়োটিন এর উপস্থিতি থাকায় এটি পশমের বিবর্ণতা দূর করে এবং চামড়াকে মসৃন ও চকচকে রাখে। ফলিক এসিড, ভিটামিন বি১২ এবং আয়রন কৃমি সংক্রমন জনিত অ্যানিমিয়া দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া সোডিয়াম শরীরে লবণের ঘাটতি পূরণে এবং পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে। অর্থাৎ গবাদিপশুতে কৃমি যতধরণের সমস্যা তৈরি করে কৃমির ঔষধ দেবার পর প্রো-ইস্ট ব্যবহার সব সমস্যার কার্যকর সমাধান হতে পারে। এটি শরীরের সব ঘাটতি পূরণ করে ও গ্রোথ উৎপাদনমাত্রা ঠিক রাখে। এছাড়া পোল্ট্রিতে বিভিন্ন ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে উৎপাদন এবং এফ সি আর বৃদ্ধিতে প্রো-ইস্ট ব্যবহার অত্যন্ত লাভজনক। কক্সিডিয়াসিস এবং অন্যান্য প্যারাসাইট এর সংক্রমন পরবর্তী সময়ে পোল্ট্রির গ্রোথ নিশ্চিত করতে এবং খামারের ক্ষতি কমিয়ে আনতে প্রো-ইস্ট একটি উপযুক্ত সমাধান। এছাড়া পানিতে সমভাবে দ্রবীভূত হওয়ায় মাছের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এটি অত্যন্ত উপযোগী একটি প্রোডাক্ট।

Marketed by
Doctor's Agro-Vet Ltd.
Nurjehan Tower (5th Floor),
Banglamotor, Dhaka-1000
www.doctorsagrovetltd.com